যুগান্তর

তারিখ 19 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

নতুন ২২ বইয়ের পাণ্ডুলিপি এখনও চূড়ান্তই হয়নি

মুশতাক আহমদ

একাদশ শ্রেণীর বই নিয়ে হ-য-ব-র-ল অবস্থার শেষ হয়নি। আর ১২ দিন পর এই স্তরের ক্লাস শুরু হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবই প্রণয়নই সম্পন্ন হয়নি। ফলে নতুন বই ছাড়াই শিক্ষার্থীদের ক্লাসে যেতে হবে।

সরকারের এবার ৩৫টি বই নতুন দেয়ার কথা ছিল। যা রচিত হবে নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী। কিন্তু দফায় দফায় বইয়ের সংখ্যা কমাতে কমাতে শেষ পর্যন্ত ২২টিতে এসে টার্গেট স্থির করা হয়েছে। এই স্তরে সরকার দুটি বই রচনা করে। এগুলো হচ্ছে বাংলা ও ইংরেজি প্রথম পত্র। বাকিগুলো বেসরকারি প্রকাশকরা প্রণয়ন ও বাজারজাত করেন, যার অনুমোদন দেয় সরকার। শেষ পর্যন্ত পাওয়া পর্যন্ত সরকার নিজের অধীনে রাখা একটি বইও নতুন দিতে পারছে না। পাঠ্যবই বই প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুস্তফিজুর রহমান বলেন, নতুন বইয়ের চূড়ান্ত সংশোধনী কার্যক্রম চলছে। বেসরকারি প্রকাশকরা চূড়ান্ত সংশোধন করে দু-একদিনের মধ্যে এই বইগুলো ফের জমা দেবে। এরপর তা বোর্ডসভায় অনুমোদন শেষে দাম নির্ধারণ করা হবে। পরে প্রকাশকরা বই ছেপে বাজারে ছাড়বে। 'কতদিনের মধ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন ও দাম নির্ধারণ সম্ভব হবে'— এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যে প্রক্রিয়া শুরু করিনি, তার ব্যাপারে আগাম কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি, সব দ্রুত শেষ করার কাজ চলছে।'

এদিকে নতুন যে বই সরকার অনুমোদন দিতে যাচ্ছে, তা তড়িঘড়ি করায় নিম্নমানের বই শিক্ষার্থীদের হাতে

বাকি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

হয়নি : এখনও চূড়ান্তই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যাওয়ার আশংকা রয়েছে। নাম প্রকাশ না করে একাধিক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, এনসিটিবিতে চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন ব্যক্তির উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ড এবং বিলম্বে বই লেখার বিজ্ঞপ্তি দেয়ার কারণেই দ্রুত সময় স্বল্পতা থেকে এই নিম্নমানের বই রচিত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় এনসিটিবির প্রভাবশালী একটি মহল জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে এনসিটিবির চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বলেন, যে কোনো নতুন পাঠ্যবই-ই 'পরীক্ষামূলক সংস্করণ' হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাছে যায়। আর যা অনুমোদন দেয়া হচ্ছে তা মাত্র তিন বছরের জন্য। এ সময়ের মধ্যে যে ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত হবে, তা পরের বছর সংশোধন করা হবে। এ ব্যাপারে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পরিচালক শ্যামল পালের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানান, সময় কম পেলেও কেউ যে নিম্নমানের পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছেন তা বলা যাবে না। কেননা, একটি পাণ্ডুলিপি তিন দফায় বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়। এতগুলো ধাপ পেরিয়ে নিম্নমানের বই বাজারে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া উচ্চমাধ্যমিক বই খোলা বাজার থেকে শিক্ষার্থীরা কেনে। এই প্রতিযোগিতাশীল বাজারে সবাই নিজের ভালো 'প্রডাক্ট' দিতে চেষ্টা করে। সুতরাং নিম্নমানের বই বাজারে যাওয়ার সুযোগ কম। আর শিক্ষার্থীদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা এ জন্য নেই যে, একটি বিষয়ের সর্বনিম্ন ৩টি থেকে ১০-১২টি করে বই অনুমোদন পেয়েছে। শিক্ষার্থী যাচাই করেই বই কিনবে। বরং বেসরকারি প্রকাশকরা যেখানে সফল, এনসিটিবি সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। দুটি বইয়ের দায়িত্ব নিয়েও তারা তা সময়মতো সম্পন্ন করতে পারেনি। এদিকে বই চূড়ান্ত অনুমোদনের পর যে দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া শুরু হবে, সেটা নিয়েও প্রকাশকদের সঙ্গে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। জানা গেছে, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি থেকে দু'ভাবে বইয়ের দাম নির্ধারণে প্রকাশক প্রতিনিধি রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু গত মঙ্গলবার পর্যন্ত এ ব্যাপারে এনসিটিবি কিছু জানায়নি। তিনি বলেন, বাজার অনুযায়ী তারা সাদা কাগজের বই প্রতি ফর্মা ৫ টাকা ৭৫ পয়সা আর নিউজপ্রিন্টের বই ৪ টাকা ৭৫ পয়সা নির্ধারণের সুপারিশ করেছেন। এটা ঠিক না রাখলে নিম্নমানের কাগজে বই ছাপা হবে। এতে শিক্ষার্থীরা ভালো মানের বই থেকে বঞ্চিত হবে।

নতুন শিক্ষানীতির আলোকে এবার সরকার উচ্চ মাধ্যমিকে মোট ৩৫টি বই প্রবর্তন করার চিন্তাভাবনা করে। এর মধ্যে দুটি একেবারেই নতুন পাঠ্য হওয়ার কথা ছিল। ওই দুটি হচ্ছে— ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি এবং ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা। সিলেবাস থেকে বাদ দেয়া সাচিবিক বিদ্যা ফিরিয়ে আনা হয়। বাকি বিষয়গুলোর মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি চারটি পত্র। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, পরিসংখ্যান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পৌরনীতি ও সুশাসন, অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, ভূগোল, ইসলাম শিক্ষা, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন, শিশু বিকাশ, খাদ্য ও পুষ্টি, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন, লঘু সঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, কৃষিশিক্ষা, মনোবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ। প্রত্যেকটি বিষয়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র থাকবে।

অন্যদিকে সময় স্বল্পতার কারণে সরকার বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া আরও ১৩টি বিষয়ের কারিকুলাম অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেগুলো হল— মৃত্তিকা বিজ্ঞান, শিশু বিকাশ, খাদ্য ও পুষ্টি, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি, শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ, লঘু সঙ্গীত ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।

এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট পাস করেছে ১১ লাখ ৫৪ হাজার ৭৭৮ জন। এর মধ্যে এসএসসিতেই মোট পাস করেছে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৮৯১ জন। এদের বাইরে মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড থেকে পাস করা অনেকে কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে থাকে। আর সাধারণত মাদ্রাসায় আলিমে বাংলা-ইংরেজি ছাড়া সব বই পাঠ্য। এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সময়মতো বই না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হবে এ সব শিক্ষার্থীকে। এখানেই শেষ নয়, এই স্তরের পাঠ্যবই বিনামূল্যে দেয়া হয় না। ফলে নির্দিষ্ট দামের দ্বিগুণ-তিনগুণ টাকায়ও বই কেনা লাগতে পারে তাদের।

নকল বইয়ে বাজার সয়লাব : বাংলা-ইংরেজি বই পুরনো কারিকুলামেই দেয়া হচ্ছে— এই খবর বেরুনোর পর একশ্রেণীর অসাধু নিম্নমানের নকল বই বাজারে ছেড়েছে। ঢাকার বাংলাবাজার কেন্দ্রিক জনি-জাভেদ চক্র ওই নকলের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া আরও চারটি সিন্ডিকেট রয়েছে যারা নকল বই বাজারে ছেড়েছে। এই চারটির মধ্যে একটি সিন্ডিকেট ঢাকার। এছাড়া যশোর, বগুড়া এবং নোয়াখালীতেও সরকারি বই নকল হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এনসিটিবি প্রকাশিত বইয়ের কাগজ ও ছাপার মান ভালো। দামও কম। অথচ নকল বইয়ের কাগজ, ছাপা ও অঙ্গসজ্জা সব কিছুই নিম্নমানের। দামও বেশি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে, লাখ লাখ শিক্ষার্থীকে রক্ষা করবে কে— এ প্রশ্নের জবাবে এনসিটিবি চেয়ারম্যান যুগান্তরকে বলেন, তারা তাদের বই বিক্রি শুরু করেছেন। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা যাতে সরকারি বই ছাড়া অন্য বই না কেনেন, সে আহ্বান জানান তিনি।